অনুমান ও শব্দ (testinomy)।[৬]

জৈন অধিবিদ্যা
(The Jaina Metaphysics)

সত্তার স্বরূপ ঃ অনেকান্তবাদ
(The Nature of Reality : Anekāntavāda)

সত্তা (Reality) সম্পর্কে জৈন মত অনেকান্তবাদ রূপে খ্যাত। তাঁরা বলেন, বস্তু অনন্ত ধর্ম বিশিষ্ট ('অনন্ত ধর্মাত্মকং বস্তু')। বস্তুর স্বরূপ জানতে হলে তার সদর্থক এবং নঞর্থক ধর্মকে জানতে হবে। যে কোন বস্তুর পরিচয় পেতে হলে সে বস্তুটি কি, তা যেমন জানতে হবে, তেমনি জানতে হবে, সে বস্তুটি কি নয়। যে ধর্মগুলির দ্বারা একটি বস্তু কি তা নিরূপিত হয়, তাই বস্তুটির সদর্থক ধর্ম এবং যে ধর্মগুলির দ্বারা একটি বস্তু কি নয়, তা জানা যায়, তাই বস্তুটির নঞর্থক ধর্ম।

---

৫. An Introduction to Indian Philosophy, S. C. Chatterjee and D. M. Dutta, 1984, pp. 76-77; Indian Philosophy, S. Radhakrishnan, Vol. I, pp. 295-96.

৬. An Introduction to Indian Philosophy, S. C. Chatterjee and D. M. Dutta, p. 78.

জৈনমতে সত্তার মধ্যে স্থিতিশীল অংশ আছে, আবার পরিবর্তনশীল অংশও আছে। সত্তার লক্ষণ হল ঃ 'উৎপাদ-ব্যয়-ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ'। অর্থাৎ যার উৎপত্তি, ব্যয় বা ধ্বংস আছে এবং যা ধ্রুব বা স্থিতিশীল, তাই সৎ। দ্রব্য সৎ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্যে এই জগৎ গঠিত। জৈনরা প্রত্যেক দ্রব্যেই দুজাতীয় ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ঃ নিত্য ও অনিত্য ধর্ম। নিত্য ধর্ম দ্রব্যে নিয়তই বর্তমান থাকে এবং এ ধর্ম ছাড়া দ্রব্য কল্পনাই করা যায় না। যা দ্রব্যে আশ্রিত ও নির্গুণ, তাই গুণ। জ্ঞানত্ব প্রভৃতি আত্মা বা জীবের গুণ। কামনা, বাসনা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি আত্মা বা জীবের অনিত্য ধর্ম। জীবের সাধারণ ধর্ম জ্ঞান ঘটজ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি রূপে পরিণতি লাভ করে বলে এগুলি জীবের পর্যায়। এই সমস্ত ধর্মের দিক থেকে দ্রব্য পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ দ্রব্যের স্থিতিশীল অংশ রয়েছে, আবার ব্যয়যুক্ত বা পরিবর্তনশীল অংশও রয়েছে। তাই দ্রব্যকে সৎ বলা হয়। জৈনরা দ্রব্যের নিত্য ধর্মকে গুণ এবং অনিত্য ধর্মকে পর্যায় বলেছেন। তাই তাঁরা দ্রব্যের লক্ষণ দিয়েছেন ঃ 'গুণপর্যায়বৎদ্রব্যম্'। অর্থাৎ 'যাতে গুণ ও পর্যায় থাকে, তাই দ্রব্য।' কোন কোন জৈন দার্শনিকের মতে তত্ত্ব সাতটি ঃ জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ। অন্য মতে তত্ত্ব নয়টি ঃ জীব, অজীব, পাপ, পুণ্য, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ।

বস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট—জৈনদের এই আধিবিদ্যক মতবাদ অনেকান্তবাদ। সত্তা হল নিত্য ও অনিত্য উভয়ই—জৈনদের সত্তা সম্পর্কীয় এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত অনেকান্তবাদ যাকে বলা যেতে পারে আপেক্ষিক বহুত্ববাদ (relative pluralism)। এই মতবাদ একদিকে উপনিষদের চরম একত্ববাদ এবং অন্যদিকে বৌদ্ধদের বহুত্ববাদের বিরোধী। জৈনরা সববস্তুকে অনেকান্ত (ন একান্ত) বলে মনে করেন। তাঁরা বলেন, আমরা অসংখ্য গুণ এবং ধর্মকে একটি বস্তুর ধর্মরূপে দেখতে পারি। যেমন, যখন আমরা বলি 'এটি একটি বই', তখন আমরা বইটির বৈশিষ্ট্যসূচক গুণগুলিকে বই থেকে পৃথকরূপে দেখি না, বরং সেগুলিকে বইটির গুণরূপেই দেখি।

দ্বিতীয়ত, আমরা বৌদ্ধদের মত গুণগুলিকে পৃথকরূপে দেখতে পারি এবং বস্তুটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি। যেমন, আমরা বইটির বিভিন্ন গুণের কথা পৃথক ভাবে বলতে পারি এবং বলতে পারি যে কেবলমাত্র গুণগুলিরই প্রত্যক্ষ হয় এবং গুণগুলি থেকে পৃথকভাবে বইরূপ বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রথমটিকে দ্রব্যনয় এবং দ্বিতীয়টিকে পর্যায়নয় বলা হয়। দ্রব্যনয়-এর আবার তিনটি এবং পর্যায়নয়-এর চারটি রূপ আছে। দ্রব্যনয়-এর তিনটি রূপ হল ঃ নৈগমনয়, সংগ্রহনয় এবং ব্যবহারনয়। বস্তুকে সর্বাধিক সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখাকে বলা সংগ্রহনয়। যেমন, আমরা প্রত্যেক বস্তুকে তাদের সর্বাধিক সাধারণ এবং মৌলিক দিক থেকে সত্তা ('being') রূপে অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়, নিত্যরূপে দেখতে পারি

জৈনমতে বেদান্তীরা এই দৃষ্টিতেই বস্তুকে দেখে থাকেন। পর্যায়নয়-এর প্রথম রূপটি হল ঋজুসূত্রনয়। বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বস্তুকে বিভিন্ন গুণের সমষ্টিরূপে দেখাকে বলে ঋজুসূত্রনয়। জৈনমতে বৌদ্ধরা এই দৃষ্টিতেই বস্তুকে দেখে থাকেন।[৭]

জৈনমতে বৌদ্ধ এবং বেদান্তীগণ একান্তবাদী। এই দুই সম্প্রদায়ের দার্শনিকই সত্তাকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেন। তাই জৈনরা তাঁদের মতকে একান্তবাদ বলেছেন।

জৈনরা অনেকান্তবাদী। তাঁরা বলেন, সত্তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যেতে পারে। সত্তার গঠন এতই জটিল যে সৎ, অসৎ, সৎ-অসৎ, সৎ নয়-অসৎ নয়— এই মতবাদগুলি আংশিক সত্যতা প্রকাশ করলেও কোন মতবাদই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাঁরা বলেন, বিশ্বজগৎকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যেতে পারে এবং প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় (অনেকান্ত)। উদাহরণস্বরূপ একটি সোনার ঘটের কথা ধরা যাক। পরমাণুর সমষ্টিরূপে এই দ্রব্য অস্তিত্বশীল। কিন্তু অন্যদ্রব্য, যেমন আকাশ বা কাল রূপে এটি অস্তিত্বশীল নয়। অর্থাৎ সোনার ঘটটি এক অর্থে দ্রব্য, কিন্তু যে কোন অর্থে দ্রব্য নয়। সুতরাং সোনার ঘটটি একই সময়ে দ্রব্য এবং দ্রব্য নয়। আবার ঘটটি পার্থিব পরমাণুর সমষ্টিরূপে পারমাণবিক, কিন্তু জলীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপে পারমাণবিক নয়। গলিত সোনারূপে সোনার ঘটটি সোনা-পরমাণুর তৈরি, কিন্তু আকরিক সোনা রূপে তা নয়। তাই জৈনরা বলেন, কোন বস্তু সম্পর্কে সমস্ত স্বীকৃতি কেবলমাত্র একটি সীমিত অর্থে, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সত্য। সমস্ত বস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক ধর্মকে বিশেষ অর্থে স্বীকার করা যেতে পারে।[৮]

জৈনরা বলেন, একদিক থেকে নিত্যতা সত্য, অন্যদিক থেকে পরিবর্তনও সত্য। সুতরাং দ্রব্যকে এবং সামগ্রিকভাবে জগৎকে পরিবর্তনশীল এবং নিত্য বলায় কোন বিরোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিত্যতা ও অনিত্যতা দুই সত্য। জৈনদের মতে, কোন একটি বিশেষ মতবাদকে যারা চরম সত্য বলে মনে করেন, তাঁরা একান্তবাদী। যাঁরা একান্তবাদী, তাঁরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকেই একমাত্র সত্য এবং অন্য সব দৃষ্টিভঙ্গিকে মিথ্যা মনে করেন। একান্তবাদের এই ভ্রান্তিকে জৈনরা 'নয়াভাস' বলেছেন। জৈনদের মতে বিভিন্ন মতবাদই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সত্য হতে পারে। জৈনদের এই মতবাদ 'স্যাদবাদ' বলে খ্যাত।

---

৭. A History of Indian Philosophy, S. N. Dasgupta, Vol. I, 1975, pp. 176-78.

৮. A History of Indian Philosophy, S. N. Dasgupta, Vol. I, pp. 175-76.

জৈনরা একান্তবাদ পরিহার করে অনেকান্তবাদ গ্রহণ করেন। একান্ত শব্দের অর্থ নিশ্চিত। কোন বস্তুকে একান্ত বা নিশ্চিতভাবে অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বশীল নয়—এভাবে বর্ণনা করা যায় না। বস্তু একান্ত বা নিশ্চিত রূপে সর্বভাবে, সর্বকালে সর্বস্থানে ও সর্বদ্রব্যে বর্তমান থাকলে, বস্তু কখনও, কারও পক্ষে গ্রহণযোগ্য বা ত্যাগযোগ্য বলে বিবেচিত হত না। যা সর্বদা বর্তমান, তাকে পাবার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। যা অত্যাজ্য, তা কখনও কারও কাছে ত্যাগযোগ্য হয় না। অনেকান্তবাদ স্বীকার করলেই বস্তু কোনভাবে, কখনও কারও পক্ষে গ্রহণযোগ্য ও ত্যাগযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাই জৈনরা সর্বত্র সপ্তভঙ্গি নয়-এর অবতারণা করেন। তাঁদের মতে স্যাৎ অস্তি, স্যাৎ নাস্তি, স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ, স্যাৎ অবক্তব্যঃ, স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যঃ, স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ, স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ—এই সাত প্রকার বিধেয় একই বস্তুতে যুগপৎ আরোপ করা যায়।[৯]

স্যাদবাদ

জৈন অধিবিদ্যায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ পরিস্ফুট হয়েছে। বস্তু জ্ঞাননিরপেক্ষ সত্তাবিশিষ্ট। বস্তুর অনন্ত ধর্ম আছে ('অনন্ত ধর্মাত্মকং বস্তু')। একমাত্র সর্বজ্ঞপুরুষ কেবলজ্ঞানের দ্বারা বস্তুর অনন্তধর্মকে জানতে পারেন। সসীম জ্ঞানসম্পন্ন জীব একটি বিশেষ সময়ে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বস্তুকে দেখে থাকে। ফলে বস্তুর একটি বিশেষ ধর্মকেই সে জানতে পারে। কেবলজ্ঞানী ভিন্ন অন্যসকলের জ্ঞান সেজন্য অনেকান্ত বা আপেক্ষিক।

কোন একটি বস্তুর অনন্ত ধর্মের একটি বিশেষ ধর্মের জ্ঞানকেই জৈনদর্শনে 'নয়' বলা হয়েছে। জৈনমতে এই জ্ঞান প্রকাশক বচন বা পরামর্শকেও 'নয়' বলা হয়েছে। জৈনরা বলেন, প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যেসব পরামর্শ বা নয় গঠন করি, সেগুলি কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই করা হয়ে থাকে। সুতরাং সেগুলি কেবলমাত্র সেই দৃষ্টিভঙ্গি হতেই সত্য। জীবের জ্ঞান যেহেতু সীমিত, সেহেতু বস্তু-সম্পর্কীয় কোন পরামর্শ বা নয় আপেক্ষিকভাবে সত্য। জৈনদের এই জ্ঞান সম্পর্কীয় ও যৌক্তিক মতবাদ 'স্যাদবাদ' বলে খ্যাত। একে জ্ঞানের অনেকান্ততাও বলা হয়। একান্ত বা নিশ্চিতভাবে কোন জ্ঞান হয় না। বস্তুত জৈন অনেকান্তবাদ এবং স্যাদবাদ তাঁদের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং আপেক্ষিকতাবাদী মতবাদের দুটি দিক বলা যেতে পারে। বস্তু অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট—এই আধিবিদ্যক মতবাদ অনেকান্তবাদ। অপরপক্ষে বস্তুর

---

৯. সর্বদর্শনসংগ্রহ, বঙ্গানুবাদ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৪-৮৬।

অনন্তধর্মের কয়েকটি মাত্র ধর্মকেই আমরা জানতে পারি, সুতরাং বচন বা নয় আপেক্ষিকভাবে সত্য—জ্ঞানসম্পর্কিত এবং যৌক্তিক এই মতবাদই স্যাদবাদ।

জৈনরা অনেকান্তবাদী। তাঁদের মতে, সত্তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যেতে পারে। সত্তার গঠন এতই জটিল যে, সৎ, অসৎ, সৎ-অসৎ, সৎ নয়-অসৎ নয়—এই মতবাদগুলি আংশিক সত্যতা প্রকাশ করলেও কোন মতবাদই সম্পূর্ণ সত্য নয়। উপনিষদীয় সিদ্ধান্ত হল ঃ যা নিত্য ও ত্রিকালে অবাধিত তাই পরমার্থ সৎ। অন্যদিকে উপনিষদ বিরোধী সিদ্ধান্ত হল অসত্তা বা শূন্যতাই পরমার্থ সৎ ও সত্য। বৌদ্ধমতে পরিবর্তনই একমাত্র সত্য। জৈনরা বলেন, এসব সিদ্ধান্তের প্রতিটি আংশিকভাবে সত্য। তাঁদের মতে, সত্তাকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যেতে পারে এবং প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। সত্তার স্বরূপকে কোন একটি সিদ্ধান্তে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা সত্তার গঠন এমনই যে তাতে সবরকম বিধেয় আরোপ করা যায়। জৈনগণ অন্ধের হস্তিদর্শন-এর গল্পের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ব্যাপারটি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তি একটি হাতি সম্পর্কে 'হাতি কুলোর মত', 'হাতি দড়ির মত', 'হাতি থামের মত'—এরকম ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত করে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই সত্য বলে দাবি করে। ফলে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আসলে অন্ধ ব্যক্তিরা যে হাতির একটি অংশকে লক্ষ করে সিদ্ধান্ত করেছে সেটি বিবেচনা না করাতেই তাদের মধ্যে বিরোধের উৎপত্তি হয়।

আসলে স্যাদবাদ আমাদের এভাবে সতর্ক করে যে, আমরা যেন সত্তা সম্পর্কে কোন একটি সিদ্ধান্তকেই সত্য বলে বা একটি আংশিক সত্যকে সার্বিক সত্য বলে গ্রহণ না করি।[১০]

প্রত্যেক বচন বা নয় শর্তাধীনভাবে, কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কোন একটি বিশেষ অর্থে, সীমিত অর্থে সত্য। কোন বচনই সার্বিকভাবে সত্য নয়। তবে জৈনরা বলেন, ক্রমিকভাবে সাতটি বিভিন্ন নয়-এর সাহায্যে বস্তুর স্বরূপ জানা ও প্রকাশ করা সম্ভব। তাঁদের মতে, সত্তার স্বরূপ নির্ধারণের জন্য সাতটি নয় গঠন করা প্রয়োজন। জৈনদের এই বক্তব্য 'সপ্তভঙ্গি নয়' বলে পরিচিত।

জৈনরা বলেন, প্রত্যেক নয় 'স্যাৎ' এই বিশেষণে বিশেষিত হওয়া উচিত। 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ 'কথঞ্চিৎ' বা 'কোনভাবে'। প্রত্যেক নয়-এর পূর্বে যদি 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তবে প্রত্যেক নয় যে আংশিক সত্য এবং অন্যান্য বিকল্প নয়-এরও যে সত্য হবার সম্ভাবনা আছে তা বোঝা যায়। সুতরাং জৈনরা বলেন, 'ঘট অবশ্যই অস্তিত্বশীল' (দুর্নীতি), 'ঘট অস্তিত্বশীল' (নয়), এভাবে না বলে বলা উচিত 'কোনভাবে

---

১০. Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna, p. 163.

ঘট অস্তিত্বশীল' (প্রমাণ)। 'স্যাৎ' শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি 'নয়' প্রমাণে পরিণত হয়। একটি আংশিক সত্য জ্ঞানকে আংশিক বা আপেক্ষিক সত্য বলে জানাকে বলে প্রমাণ।

সপ্তভঙ্গি নয়

জৈনরা বলেন, কোন বস্তুকে একান্ত বা নিশ্চিতভাবে অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বশীল নয়—এভাবে বর্ণনা করা যায় না। তাঁরা সত্তার স্বরূপকে জানার জন্য সপ্তভঙ্গি নয়-এর অবতারণা করেন। সপ্তভঙ্গি নয় হল ঃ

১. স্যাৎ অস্তি (কোনভাবে অস্তিত্বশীল),

২. স্যাৎ নাস্তি (কোনভাবে নাস্তিত্বশীল),

৩. স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ (কোনভাবে অস্তিত্বশীল ও কোনভাবে নাস্তিত্বশীল),

৪. স্যাৎ অবক্তব্যঃ (কোনভাবে অবর্ণনীয়),

৫. স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যঃ (কোনভাবে অস্তিত্বশীল এবং অবর্ণনীয়),

৬. স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ (কোনভাবে নাস্তিত্বশীল এবং অবর্ণনীয়),

৭. স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ (কোনভাবে অস্তিত্বশীল এবং কোনভাবে নাস্তিত্বশীল এবং কোনভাবে অবর্ণনীয়),

জৈনরা বলেন, কোন বচন একান্তভাবে সত্য নয়। 'ঘট অস্তিত্বশীল'—এটি একান্তভাবে সত্য হলে ঘট উৎপত্তির জন্য কুম্ভকারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আবার 'ঘট অস্তিত্বশীল নয়' একান্তভাবে সত্য হলে কোনভাবেই ঘটের উৎপত্তি হত না। তাই 'ঘট আছে', 'ঘট নাই' এভাবে না বলে জৈনরা বলেন ঘট কোনভাবে আছে, কোনভাবে নাই। ঘট ক্রমিকভাবে অস্তিত্বশীল ও নাস্তিত্বশীল হতে পারে। কিন্তু ঘটকে একই সময়ে অস্তিত্বশীল ও নাস্তিত্বশীল বলা যায় না। সেক্ষেত্রে বলতে হবে ঘটের স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না।

১. স্যাৎ অস্তি ঃ আমরা যখন বলি 'ঘট অস্তিত্বশীল' তখন আমরা বলি যে ঘটটি বিশেষ ক্ষেত্রে, বিশেষ কালে, বিশেষ রূপে, বিশেষ দ্রব্যরূপে অস্তিত্বশীল। যেমন, পাটলিপুত্রে মৃত্তিকা নির্মিত শ্যামবর্ণ ঘট বসন্ত ঋতুতে অস্তিত্বশীল। তাই বচনটি আংশিকভাবে, আপেক্ষিকভাবে সত্য। নয়টির আংশিক ও আপেক্ষিক সত্যতা বোঝানোর জন্য তার পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দটির সংযোজন প্রয়োজন।

২. স্যাৎ নাস্তি ঃ আমরা যখন বলি 'ঘট অস্তিত্বশীল নয়' তখন আমরা বলি যে ঘটটি বিশেষ ক্ষেত্রে, কালে, বিশেষ রূপে, বিশেষ দ্রব্যরূপে অস্তিত্বশীল হলেও অন্যবস্তুর দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল এবং রূপের দৃষ্টিভঙ্গি হতে ঘটটির অস্তিত্ব আছে, তা বলা যায় না। অর্থাৎ ঘটটি কোনভাবে আছে, কোনভাবে নাই। মৃত্তিকা নির্মিত ঘট

আছে, স্বর্ণ নির্মিত ঘট নাই ; শ্যামবর্ণ ঘট আছে, রক্তবর্ণ ঘট নাই; বসন্ত ঋতুতে ঘট আছে, অন্য ঋতুতে নাই ; পাটলিপুত্রে ঘট আছে, অন্যত্র নাই। সুতরাং 'ঘট অস্তিত্বশীল' বা 'ঘট নাস্তিত্বশীল' বচনগুলি কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, কোন একটি অর্থে সত্য, কিন্তু সার্বিকভাবে সত্য নয়। নয়টি আপেক্ষিকভাবে সত্য বলে তার পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দ যোগ করতে হয়।

৩. স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ ঃ জৈনরা বলেন, কোন একটি ঘটে ক্রমিকভাবে অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব বিধেয় আরোপ করা যায়। যখন বলা হয় 'ঘট অস্তিত্বশীল এবং নাস্তিত্বশীল', তখন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতেই তা বলা হয়। ফলে তাতে কোন বিরোধ হয় না। জৈন মতে, কোন একটি বস্তু সম্পর্কে কোন কিছু বলতে হলে তার দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও রূপ বা আকার উল্লেখ করতে হবে। নতুবা আমাদের বর্ণনা ভ্রান্তি উৎপাদন করতে পারে।

৪. স্যাৎ অবক্তব্যঃ ঃ জৈনরা বলেন, ঘটে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব বিধেয় ক্রমিকভাবে আরোপ না করে যুগপৎ আরোপ করা যায় না। যদি অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব—এ দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম যুগপৎ ঘটে আরোপ করা হয়, তাহলে ঘটের স্বরূপ অবর্ণনীয় হয়ে পড়ে।

৫. স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যঃ ঃ 'ঘট অস্তিত্বশীল' বললে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তা বলা হয় এবং এতেই স্পষ্ট হয় যে ঘটটি অনন্ত ধর্মবিশিষ্ট এবং তার সমগ্র স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। সুতরাং ঘটটি অবর্ণনীয়। প্রথম ও চতুর্থ নয়-এর সংযোগেই পঞ্চম নয় পাওয়া যায়।

৬. স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ ঃ ঘটকে নাস্তিত্বশীল বললে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাকে অসৎ বলা হয়। সুতরাং দেশ, কাল, নির্বিশেষে ঘটের স্বরূপ অনির্বচনীয়। দ্বিতীয় ও চতুর্থ নয়-এর সংযোগেই ষষ্ঠ নয় পাওয়া যায়।

৭. স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যঃ ঃ তৃতীয় নয়-এর সঙ্গে চতুর্থ নয়-এর সংযোগেই সপ্তম নয় পাওয়া যায়। এই নয়-এ ঘটের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব ও অনির্বচনীয়তা ক্রমিকভাবে বলা হয়। অর্থাৎ বলা হয়, কোনভাবে ঘটটি অস্তিত্বশীল, কোনভাবে ঘটটি অস্তিত্বশীল নয় এবং ঘটটি অনির্বচনীয়ও বটে। অন্যান্য নয়-এর মত এ নয়-টিও আংশিক ও আপেক্ষিকভাবে সত্য বলে এর পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দ যোগ করতে হয়।

জৈন অনেকান্তবাদ ও স্যাদবাদ অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে। সপ্তভঙ্গি নয়-এর অন্তর্গত সাতটি বচন বা নয় পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে শেষের তিনটি বচনের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নাই। সেগুলি স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। কেননা সেগুলি চতুর্থ নয়-এর সঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নয়-এর সংযুক্তির ফল। সুতরাং প্রথম চারটি নয়-ই যথার্থভাবে স্বীকার্য। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, এই চারটি নয় বা বচনের স্বীকৃতি জৈনদের কৃতিত্ব নয়; তা বৌদ্ধ ও বেদান্ত দর্শনের

'চতুষ্কোটি'র ধারণা থেকে কল্পিত হয়েছে। চতুষ্কোটি হল ঃ সৎকোটি, অসৎকোটি, উভয়কোটি এবং অনুভয় কোটি। কুমারিল ভট্ট বলেন, যদি প্রথম তিনটির সঙ্গে চতুর্থটি যুক্ত করে সর্বসমেত সাতটি নয় গঠন করা যায়, তাহলে বিভিন্ন সম্ভাব্য সর্ববিধ সমন্বয় দ্বারা শত কিংবা সহস্র 'নয়' গঠনে বাধা থাকা উচিত নয়।

বৌদ্ধ ও বেদান্তীগণের মতে জৈন স্যাদবাদ স্ববিরোধী মতবাদ। তাঁরা বলেন, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব একই বিষয়ে একই অর্থে থাকতে পারে না। আলোক এবং অন্ধকারের মতই তারা পরস্পর বিরোধী। বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তির মতে, জৈন দার্শনিকেরা উন্মাদের মত একই বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম—সৎ ও অসৎ, অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব, এক ও বহু, পরিবর্তনশীলতা ও নিত্যতা—আরোপ করেছেন। শঙ্করাচার্য বলেন, জৈনমত উন্মাদ ব্যক্তির ক্রন্দনের মত অর্থহীন ও উন্মাদের প্রলাপের মত পরিত্যাজ্য। তাঁর মতে, পরস্পর বিরোধী ধর্ম কখনও একই বিষয়ে একই সময়ে ও একই অর্থে থাকতে পারে না।

রামানুজ জৈন অনেকান্তবাদ ও স্যাদবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, একই বস্তুতে সত্তা ও অসত্তা রূপ বিরুদ্ধ ধর্মের আরোপ করা যায় না।

এর উত্তরে বলা যায়, জৈনদের মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করার ফলেই উক্ত সমালোচনার উদ্ভব হয়েছে। জৈন দার্শনিকেরা কখনও বলেন না যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম একই বস্তুতে একই সময়ে ও একই অর্থে থাকে। অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্ম যখন একই বস্তুতে আরোপ করা হয় তখন তা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হতেই করা হয়। ফলে স্ববিরোধিতার প্রশ্ন ওঠে না।

জৈনরা বলেন, একসঙ্গে কোন বস্তু সৎ ও অসৎ না হলেও বস্তুটি কখনও সৎ কখনও অসৎ—এই বিকল্প সম্ভব হতে পারে।

জৈনরা আরও বলেন, বিরুদ্ধ ধর্ম একই বস্তুতে আছে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। গণপতিতে একই সঙ্গে গজত্ব ও দেবত্বের সমাবেশ দেখা যায়। আবার নরসিংহে একই সঙ্গে নরত্ব ও সিংহত্বের সমাবেশ দেখা যায়।

রামানুজ বলেন, একই দেশে গজত্ব ও দেবত্ব এবং একই দেশে নরত্ব ও সিংহত্ব না থাকায়, এই দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ। সুতরাং এর দ্বারা জৈনদের অনেকান্তবাদ সিদ্ধ হয় না।

জৈনরা বলেন, বস্তু দ্রব্যরূপে সৎ, কিন্তু পর্যায়রূপে অসৎ। তাই একই বস্তু সৎ ও অসৎ হতে পারে। রামানুজ বলেন, এক্ষেত্রে সত্তা ও অসত্তা একইকালে বস্তুতে না থাকায় বিরোধ হয় না।

জৈনরা বলেন, এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে একইকালে কোন বস্তু হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়ই। সুতরাং জগৎ অনেকান্ত।

কিন্তু রামানুজ বলেন, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব পরস্পর সাপেক্ষ। একটি বস্তু অন্যবস্তুর তুলনায় হ্রস্ব, আবার অন্যবস্তুর তুলনায় দীর্ঘ হতে পারে। এতে বিরোধ আছে বলা যায় না। সুতরাং কোন বস্তুতে একই সময়ে একসঙ্গে সত্তা ও অসত্তা থাকতে পারে তা প্রমাণ করা যায় না। এভাবে সপ্তভঙ্গি নয়-এর প্রথম দুটি যে অযৌক্তিক তা প্রমাণিত হয়। ফলে অন্যান্য নয়গুলি অপ্রমাণিত হয়ে পড়ে।

রামানুজ বলেন, জৈন সপ্তভঙ্গি নয় একান্ত অথবা অনেকান্ত, কোনটিই বলা যায় না। যদি একান্ত বা নিশ্চিত হয়, তাহলে এই সিদ্ধান্ত 'জগৎ যে অনেকান্ত'—এই জৈন সিদ্ধান্তের বিরোধী হয়ে পড়ে। আবার সপ্তভঙ্গি নয় নিজেই অনেকান্ত বা অনিশ্চিত হলে হেতু হিসাবে সপ্তভঙ্গি নয় অপ্রামাণিক হয়ে পড়ে। হেতু অপ্রামাণিক হওয়ায় 'জগৎ যে অনেকান্ত'—এই তত্ত্ব প্রমাণিত হতে পারে না।[১১]

সুতরাং অনেকান্তবাদ বা স্যাদবাদ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অনেকে 'স্যাৎ' শব্দটিকে 'সম্ভাব্যতা' অর্থে গ্রহণ করে জৈন স্যাদবাদকে সংশয়বাদ (scepticism), ও অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) মনে করেন। গ্রীক দার্শনিক পাইরো (Pyrrho) বলেন, যে কোন অবধারণকে 'হতে পারে' (may be) পদের সাথে যুক্ত করে বুঝতে হবে। জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক ও আংশিক সত্য হলে সংশয়মুক্ত হতে পারে না।

এর উত্তরে বলা যায়, জৈনদের সপ্তভঙ্গি নয়-এর প্রতিটি 'নয়' 'স্যাৎ' শব্দের দ্বারা বিশেষিত হলেও কোন 'নয়'-ই অনিশ্চিত জ্ঞানের প্রকাশক নয়। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রত্যেক 'নয়'-এর মাধ্যমে নিশ্চিত জ্ঞানই পাওয়া যায়। 'স্যাৎ'—শব্দের তাৎপর্য হল বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ-'নয়'ও সত্য হতে পারে, আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্য 'নয়'ও সত্য হতে পারে। জৈন দার্শনিক সংশয়বাদী কিংবা অজ্ঞেয়বাদী নন। তাঁরা কখনও একটি অবধারণের সত্যতাকে অনিশ্চিত, সংশয়াত্মক বা অজ্ঞাত বলে মনে করেন না।

স্যাদবাদ-এর তাৎপর্য হল আপেক্ষিকতাবাদ (relativism)। কেননা জৈনমতে প্রত্যেকটি 'নয়' একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুর একটি বিশেষ ধর্মসাপেক্ষ। কোন একটি 'নয়'-এ বস্তুর একটি ধর্ম প্রকাশিত হয়, তাই জৈনরা 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করেন। বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জৈনদের প্রত্যেকটি 'নয়'-ই নিশ্চিত। সুতরাং স্যাদবাদ সংশয়বাদকে সূচিত করে না।[১২]

---

১১. সর্বদর্শনসংগ্রহ, বঙ্গানুবাদ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯১।

১২. An Introduction to Indian Philosophy, S. C. Chatterjee and D. M. Dutta, 1984, p. 86.

অনেকে বলেন, জৈনমত প্রয়োগবাদী (Pragmatic) দার্শনিক শিলার (Schiller)-এর মতের সদৃশ। শিলার বলেন, কোন অবধারণের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব তার বিশেষ প্রসঙ্গ (context) সাপেক্ষ। তবে শিলার-এর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তিনি ভাববাদী। জৈন দার্শনিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। জৈনরা বলেন, এক একটি নয় সৎ বস্তুর যে এক-একটি ধর্ম প্রকাশ করে, তাদের প্রত্যেকটিই বস্তুতে বিদ্যমান। এদের সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ নয়। শিলার মনে করেন, এই ধর্মসমূহ জ্ঞানসাপেক্ষ।[১৩]

বেদান্তীগণ বলেন, আপেক্ষিকতাবাদ নিরপেক্ষ সত্তা ছাড়া অর্থহীন। যদি সব সত্য আপেক্ষিক হয়, তাহলে স্যাদবাদকেও আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা বলতে হয়।

জৈনরা বিভিন্ন আপেক্ষিক সত্যের সমাহারকে পূর্ণ সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন আপেক্ষিক সত্য যোগ করলে কী করে নিরপেক্ষ বা পূর্ণ সত্য পাওয়া যায়, তা বোঝা যায় না। অধ্যাপক হিরিয়ান্না বলেন, "জৈনদের সপ্তভঙ্গি নয় কতকগুলি আংশিক মতবাদকে একত্রিত করে মাত্র, কিন্তু এদের সংহত করার কোন প্রচেষ্টা সেখানে নাই। এতে জৈনমতের অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পায়। এই মতবাদ যদি নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকৃতির বিরুদ্ধে জৈনদের অনীহা প্রকাশ না করে, তবে তা সাধারণ মতবাদের প্রতি তাঁদের আনুগত্যকে প্রকাশ করে।"[১৪]

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাদের মতে জৈনযুক্তিশাস্ত্র আমাদেরকে অদ্বৈতবাদে নিয়ে যায় এবং জৈনরা তা অস্বীকার করে নিজেদের যুক্তিশাস্ত্র সম্মত মতবাদের বিরোধিতা করেন....নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার না করে আপেক্ষিকতাবাদকে যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না।....জৈনরা যদি নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার না করেন, তাহলে বলতে হয় যে তাঁরা সমগ্র সত্তাকে আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে থাকেন। জৈনরা তখন যুক্তিসম্মতভাবে বহুত্ববাদকে সমর্থন করতে পারেন না।"[১৫]

জৈনমতে দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

জৈন দার্শনিকেরা বলেন, সমগ্র বিশ্ব জীব ও অজীব—এই দুটি পদার্থের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। জীব হল যার চৈতন্য আছে। অজীব হল যার চৈতন্য নাই। অজীবের মধ্যে কেবল জড়বস্তু অন্তর্ভুক্ত তাই নয়, আকাশ (দেশ) ও কালও অজীবের অন্তর্ভুক্ত।

---

১৩. An Introduction to Indian Philosophy, S. C. Chatterjee and D. M. Dutta, p. 86.

১৪. Outlines of Indian Philosophy, M. Hiriyanna, 1968, P. 173.

১৫. Indian Philosophy, S. Radhakrishnan, Vol. I, 1989, pp. 305-06.